কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়

কুমিল্লা-৩৫০৬

ফোন: ০২৩৩৪৪১১১৪৫, মোবাইল: ০১৭৯০-৯৭৭৪৯৭, ই-মেইল: registrar@cou.ac.bd, website: www.cou.ac.bd

স্মারক কু:বি:/তথ্য ও জন./প্রে.বি/২০০৯/৩১০ তাং- ২৬ ডিসেম্বর ২০২২ খ্রি:

‘হাইকোর্টের আদেশ মানছেন না কুবি উপাচার্য’ শীর্ষক সংবাদের প্রতিবাদ ও কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের বক্তব্য

গত ২৬ ডিসেম্বর, ২০২২ ইং দৈনিক সমকাল-এ প্রকাশিত ‘হাইকোর্টের আদেশ মানছেন না কুবি উপাচার্য’ শীর্ষক সংবাদের তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছে কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। সংবাদটি সম্পূর্ণ মিথ্যা, উদ্দেশমূলক ও ষড়যন্ত্রমূলক। কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলতে চায়, যথাযথ মর্যাদার সঙ্গে হাইকোর্টের আদেশ মেনেই সংবাদে উল্লিখিত নিয়োগ প্রক্রিয়া কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। এক্ষেত্রে কোনো ধরনের ব্যত্যয় ঘটেনি।

মূল তথ্যটি হলো, সংবাদে উল্লিখিত নিয়োগ বিষয়ে রিটের পরিপ্রেক্ষিতে হাইকোর্ট সাত দিনের মধ্যে রিটকারীদের কাছে বিষয়টির ব্যাখ্যা দেওয়ার জন্য আদেশ দেন। আদেশের প্রতি যথাযথ শ্রদ্ধা প্রদর্শনপূর্বক কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞ আইনজীবীর পরামর্শ ও তত্ত্বাবধানে গত ২২ ডিসেম্বর, ২০২২ ইং রিটকারীদের কাছে চিঠি পাঠিয়ে উল্লিখিত নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির বিষয়ে ব্যাখ্যা দেয়। এর মাধ্যমে রিট ‘ডিসপোজ অফ’ করা হয়। অথচ প্রকাশিত সংবাদে বলা হয়েছে, ‘তবে রিটকারী শিক্ষকদের সঙ্গে বিষয়টি সুরাহা না করেই পুনরায় নিয়োগ প্রক্রিয়া চালু করেন উপাচার্য’। যা সম্পূর্ণ মিথ্যা, মনগড়া ও বানোয়াট।

কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন মনে করে, সংবাদে যারা বক্তব্য দিয়েছেন এবং তাতে আইন মানার পরামর্শ দিয়েছেন, তাদেরও তথ্যে বেশ ঘাটতি রয়েছে। এ ধরনের তথ্যহীন বক্তব্য অপেশাদারত্বের পরিচায়ক। কারণ, হাইকোর্টের আদেশসংক্রান্ত বিষয়ের মতো একটি সংবাদে বক্তব্য দেওয়ার আগে সম্পূর্ণ তথ্য জেনে নেওয়া উচিত ছিল। কিন্তু তথ্য না জেনেই ঢালাও বক্তব্য অনভিপ্রেত ও দায়িত্বশীল কর্তব্যের সম্পূর্ণ বরখেলাপ। কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন সংবাদে বক্তব্য দেওয়ার আগে সম্পূর্ণ তথ্য জেনে নেওয়ার জন্য সংশ্লিষ্টদের প্রতি অনুরোধ করছে।

প্রকাশিত সংবাদে দাবি করা হয়েছে, সংশ্লিষ্ট প্রতিবেদক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের মুঠোফোনে একাধিকবার ফোন করা হলে ‘যথারীতি সাড়া পাওয়া যায়নি’। এ তথ্যও সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। কারণ, সংশ্লিষ্ট প্রতিবেদক এ সংবাদের বিষয়ে বক্তব্য জানতে উপাচার্যকে ফোন করেননি কিংবা এ বিষয়ে খুদেবার্তাও পাঠাননি। সাংবাদিকতা পেশায় কাউকে ফোনে না পেলে খুদেবার্তা পাঠানোর প্রচলন আছে। সংশ্লিষ্ট প্রতিবেদক সাংবাদিকতার এ নিয়মও অনুসরণ করেননি। ফলে, সংশ্লিষ্ট সংবাদে সাংবাদিকতার নীতিবিরুদ্ধ আচরণ ও অসদুদ্দেশ্য দৃশ্যমান।

কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন মনে করে, এ ধরনের সংবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করার অশুভ প্রয়াস। বর্তমান উপাচার্য দায়িত্ব নেওয়ার পর সম্পূর্ণভাবে আইন ও নিয়মনীতির মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়কে পরিচালনা করে আসছেন। এতে গুটিকতেক স্বার্থান্বেষী ব্যক্তি তাদের ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থ করতে পারছেন না। ফলে উপাচার্যসহ বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন নিয়ে বিভিন্ন অপপ্রচার ও ষড়যন্ত্র চলমান রয়েছে। প্রকাশিত সংবাদ সেই অপপ্রচার ও ষড়যন্ত্রেরই অংশ। শুধু এ সংবাদটিই নয়, গুটিকতেক স্বার্থান্বেষীদের এজেন্ডা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে যোগসাজশে একের পর ভিত্তিহীন সংবাদ প্রকাশ করা হচ্ছে। কিন্তু দৈনিক সমকাল-এর মতো জনপ্রিয় পত্রিকায় এ ধরনের সংবাদ সত্যিই হতাশাজনক ও অনভিপ্রেত।

সংবাদ, সাংবাদিকতা ও দৈনিক সমকাল-এর গ্রহণযোগ্যতার স্বার্থে পত্রিকাটির কর্তৃপক্ষকে এই অসদুদ্দেশ্য ও ষড়যন্ত্রের তদন্ত করার জন্য জোর দাবি জানাচ্ছি এবং এ প্রতিবাদলিপিটি গুরুত্বের সঙ্গে প্রকাশ করার জন্য অনুরোধ করছি।

(মোহাম্মদ এমদাদুল হক)
জনসংযোগ কর্মকর্তা (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়, কুমিল্লা

অনুলিপি:

১. পিএস টু ভিসি (উপাচার্য মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য), কুবি।
২. পিএস টু প্রো-ভিসি (উপ-উপাচার্য মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য), কুবি।
৩. পিএ টু ট্রেজারার (ট্রেজারার মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য), কুবি।
৪. সংশ্লিষ্ট নথি